রাখাল ছেলে

জসীমউদ্দীন

'রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, বারেক ফিরে চাও
বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও ?'
'ওই যে দূরে মাঠের পারে সবুজ ঘেরা গাঁ,
কলার পাতা দোলায় চামর, শিশির ধোয়ায় পা,
সেথায় আছে ছোট্ট কুটির সোনার পাতায় ছাওয়া,
সাঁঝ-আকাশে ছড়িয়ে পড়া, আবির রঙে নাওয়া,
সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা,
সেথায় যাব ও ভাই এবার আমায় ছাড়ো না !'

'রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, আবার কোথা ধাও ?
পুব আকাশে ছাড়ল সবে রঙিন মেঘের নাও ।'
'ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশিরঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে ।

আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত-হাওয়া ভাই,
সরষেফুলের পাপড়ি নেড়ে ডাকছে মোরে তাই ।

চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দুখান পা,
বলছে যেন— গাঁয়ের রাখাল, একটু খেলে যা ।
খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই, খেলা লাঙল চষা ।
সারাটা দিন খেলতে পারি জানিনে কো বসা ।
সারা মাঠের ডাক এসেছে, খেলতে হবে, ভাই,
সাঁকের বেলা কইব কথা, এখন তবে যাই ।'

(সংক্ষেপিত)

জেনে রাখো ঃ

বারেক — একবার

গাঁ — গ্রাম

চামর — চমরী গরুর লোম যুক্ত লেজ দিয়ে তৈরি এক ধরনের বাতাস করার পাখা।

ধাও — যাও

সাঁঝ — সন্ধ্যা

পুব — পূর্ব

স্বপন — স্বপ্ন

নাও — নৌকা

মিঠেল — মিষ্টি

মোরে — আমাকে

কবি পরিচয় ঃ

কবি জসীমউদ্দীন ১ লা জানুয়ারী, ১৯০৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশে ফরিদপুর জেলার তামবুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা মৌলভি আন্‌সারউদ্দীন আহমদ, মা আমিনা খাতুন । পল্লিকবি রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন । বিখ্যাত কাব্য 'নকসী কাঁথার মাঠ' । এছাড়া 'এক পয়সার বাঁশি', 'ধানক্ষেত্র', 'মাটির কান্না', 'রাখালী', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয় ।

কাব্য পরিচয় ঃ

'রাখাল ছেলে' কবির পল্লীপ্রেমের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা । এখানে বাংলাদেশের গ্রামের সৌন্দর্য ও তার সঙ্গে প্রাণের নিবিড় যোগ এবং গ্রাম প্রকৃতিকে নিজের মায়ের মতো ভালবাসার কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে ।

কবি পল্লীগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা রাখাল ছেলের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন । গ্রামের প্রান্তে সবুজ বনের মাঝে শুকনো সোনালী পাতার ছাউনি দেওয়া ছোট কুটির সেখানে তার মা থাকে । কুটিরের সামনে হাওয়াতে দোল খাওয়া কলাগাছের পাতা যেন পাখার বাতাস দিচ্ছে । ভোরের শিশির যেন পা ধুইয়ে দেয় । খোলা আকাশে অস্ত সূর্যের কিরণ যেন আবিরের মতো ছড়িয়ে পড়েছে । ভোরের প্রকৃতি অন্য সাজে সেজেছে । সর্ষে ফুল, মটরশুঁটির ছড়িয়ে থাকা লতানো গাছ এসব কিছুর মাঝে রাখাল বালকের সারাদিন ক্ষেত চাষ করা, ফসল ফলানো এ যেন মাটির ডাকে মাটির সঙ্গে আনন্দের খেলা তার ।

পাঠবোধ ঃ

শব্দগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় লেখো ঃ

(গাঁয়ের রাখাল, সাঁঝের বেলা, শিশির, বারেক, আমার মা)

1. **রাখাল ছেলে, রাখাল ছেলে, ... ফিরে চাও**

2. **কলার পাতা দোলায় চামর ..... ধোয়ায় পা,**

3. সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে ..... ,

4. বলছে যেন ..... , একটু খেলে যা,

5. ..... কইব কথা, এখন তবে যাই ।

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. 'রাখাল ছেলে' কবিতাটি কোন কবির লেখা ?

7. 'রাখাল ছেলে' কবিতাটিতে প্রশ্ন করেছেন কে ? উত্তর দিচ্ছে কে ?

8. পূর্বদিকের আকাশে কী ছড়িয়ে পড়েছে ?

9. রাখাল ছেলের পা দুখানা কে জড়িয়ে ধরেছে ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

10. রাখাল ছেলে কোথায় ও কেন যেতে চেয়েছিল ? সেখানে কে আছে ?

11. রাখাল বালকের গ্রামটি কী দিয়ে ঘেরা ?

12. ঘুম থেকে জেগে রাখাল ছেলেটি কী কী দেখেছিল ?

13. রাখাল বালকের সঙ্গে কারা খেলতে চেয়েছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

14. 'রাখাল ছেলে' কবিতাটিতে গ্রামের রূপের যে সুন্দর একটি বর্ণনা আছে, তা তুমি নিজের ভাষায় লেখো ।

15. রাখাল ছেলেটি এখন নয়, সন্ধ্যা বেলায় কথা বলবে বলেছে — কেন ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. শব্দগুলিকে বহুবচনে লেখো ঃ

গাছ	ছেলে	ঘর
কুটির	চামর	ফুল

2. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে লেখো ঃ

গাঁ	দিন	সন্ধ্যা
মাঠ	রঙ	সোনা

3. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

আকাশ	বাঁকা	একলা
গাঁ	বসা	পুব (পূর্ব)